মোঃ নূরুল আলম
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ময়মনসিংহ ।

নেতৃত্ব ও সুশাসন

নেতৃত্বের ধারণা ইতিহাস প্রাচীন । সভ্যতার আলো যখন সবে কিরণ দিতে শুরু করলো তারও আগে মানুষ যখন আদিম যুগে বাস করতো তখন থেকেই নেতৃত্বের সূচনার কথা শোনা যায় । গুহা জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একজন দলপতি থাকতো যার নিয়ন্ত্রনেই ঐ গোষ্ঠীভূক্ত সমাজের মানুষের জীবনাচার পরিচালিত হতো । আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় সবচেয়ে ছোট সংগঠন হলো পরিবার । ঐ পরিবার ব্যবস্থায়ও নেতৃত্বের প্রশ্ন চলে এসেছে। পরিবার প্রধানের ~~জ্ঞান,~~ দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি ভাবনা, সততা সহমর্মিতাবোধ ইত্যাদি উপাদানের উপর সার্থক পরিবারের ~~সূচক~~ উঠানামা করে । গভীর সমূদ্রের মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় একটি জাহাজকে নিরাপদে তীরে নিয়ে আসা জাহাজের ক্যাপ্টেনের দক্ষতা ও নেতৃত্বকেই ইঙ্গিত করে । এভাবে প্রতিটি ক্ষুদ্র দল, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী সবকিছুতেই নেতৃত্ব রয়েছে । নেতৃত্ব ছাড়া সভ্য সমাজ গড়ে উঠতোনা, সবকিছু অগোছানো এবং এলোমেলো হয়ে যেতো । সুশাসন ও নেতৃত্ব পাশাপাশি চলে । যেখানে ভালো নেতৃত্ব আছে সেখানে নিশ্চিত করে বলা যায় সুশাসন রয়েছে । অপরদিকে দুর্বল নেতৃত্বের ফলাফল অনিবার্য অপশাসন । এ প্রত্যয় দু'টিকে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই ।

Examples of Good Governance and Leadership:

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
মাও সেতুং
জর্জ ওয়াশিংটন
কমরেড লেনিন
জন এফ কেনেডি
মাহাথির মোহাম্মদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
গ্রেট আলেক জান্ডার
নওয়াব মনসুর আলী খাঁন

নেতৃত্ব

নেতৃত্ব হচ্ছে সকল ধরনের সংগঠনের ক্রিয়াশীল একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া । এটি মূলতঃ একটি জটিল মাত্রা । স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে নেতৃত্বের ধারণা ভিন্নতর । নেতৃত্বহীন সংগঠন, মানুষ ও যন্ত্রের এক বিশৃঙ্খল সমাবেশ । গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব । অর্থ্যাৎ, নেতৃত্ব লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে । এটা সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে এবং সদস্যদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে সফলতার রূপ দেয় । ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন । সরকারি অফিস, জনসংস্থা কমিশন, বন্ড, মিল, কারখানা এবং কারবারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব অপরিহার্য উপাদান । কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর । এই বিশ্বায়নের যুগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নেতৃত্ব একটি মারাত্মক সমস্যা । যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত ও আন্তজার্তিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই ।

আমরা সাধারণত মনে করি নেতৃত্ব গড়ে উঠে কেবল একজন ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীকে কেন্দ্র করে । এখানে ব্যক্তির আচরণ যদিও গুরুত্বপূর্ণ তবুও তা নেতৃত্ব গঠনে যথেষ্ট নয় । অনুগামীদের চরিত্র ও গুণাবলী নেতৃত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ।

Chester I Bernard বলেন, Leadership is the ability of a superior to influence the behavior of a subordinate or group and persuade them to follow a particular course of action'.
U.S Air Force এর মতে,` Leadership is the art of influencing and directing people in such a way that will win their obedience, confidence, respect and loyal co-operation in achieving common objectives'.
Carolyn Palmer (2007), `Successful leaders have a good understanding about how to use power, politics and influences for completing task in his organization'.

নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ

নেতৃত্ব দ্বারাই প্রশাসনিক সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করে । ব্যক্তিগত গুণাবলী দ্বারাই একজন নেতা সর্ব সাধারণ্যে বা আপন পরিবেশে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং জনগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন । অতএব সুষ্ঠু নেতৃত্বের গঠনে কতিপয় গুণাবলী অপরিহার্যভাবে থাকা দরকার । তবে কোন কোন গুণ আবশ্যক আর কোনটা গৌণ তা নিয়ে পন্ডিত মহলে মতানৈক্যের শেষ নেই ।

একজন নেতার নিম্নোক্ত গুন বা যোগ্যতা থাকা উচিতঃ

১. বিচক্ষনতা
২. ন্যায়পরায়নতা
৩. জ্ঞান ও সাহস
৪. দূরদর্শিতা
৫. সংবেদনশীলতা
৬. নির্মল ব্যক্তিত্ব
৭. সততা ও সহনশীলতা
৮. কল্যাণকামিতা
৯. বাগ্মিতা
১০. সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
১১. সিংহ ও শৃগাল
১২. উত্তম শ্রোতা হওয়া । অর্থাৎ সমস্যা নিখুঁতভাবে শোনার ক্ষমতা ।
১৩. নেতার চারপাশে যোগ্যতম ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং কারো ভুল হলে তা সমালোচনা না করে তাকে আড়ালে বোঝানোর মানসিকতা থাকতে হবে ।
১৪. নিজের প্রতি অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে সংগঠনের শক্তিকেই অধিক ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।
১৫. তিনি শুধু ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে যা যা প্রয়োজন তা-ই প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে হবে ।
১৬. স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা এবং যেকোন সমস্যার সমাধানে সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত মতামত প্রকাশের যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী হতে হবে ।

নেতৃত্বের উপরিউক্ত গুণাবলীর আলোকে একজন পিটিআই সুপারকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

সুশাসন

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ । দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় উপ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল অনুন্নয়ন । এ অঞ্চলে জনশক্তি বা সম্পদের যে অভাব রয়েছে তা নয় । এ অঞ্চলের অনুন্নয়নের মূল কারণ সুশাসনের অভাব । বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনপ্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন । বর্তমানে উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনীতির উদারীকরণ এবং বিশ্বায়ন শব্দটিও যুক্ত হয়েছে । সুতরাং জনপ্রশাসনও এ দু'টি প্রত্যয়ের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে । এক কথায় অর্থনীতির উদারীকণের সঙ্গে রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন সম্পৃক্ত । বাংলাদেশে যে অর্থে গণতন্ত্র চর্চা চলছে সে অর্থে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি ।

" Good Governance" এর ধারনাটি অতি সাম্প্রতিক, যা শাসন প্রক্রিয়ার বিবর্তিত রূপ এবং গণতান্ত্রিক ধারণা। শাসিতের প্রত্যাশা সুষ্ঠু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনকেই আমরা সুশাসন বলতে পারি । শাসন প্রক্রিয়াকে কল্যাণমূখী করার জন্য দরকার " Decentralized Governance, shared Governance, Good Governance' এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সুশাসন সারা বিশ্বের অতীব প্রয়োজন । অতীতের সকল ত্রুটি ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে নিয়ে আসার জন্য অনেক এজেন্সি এবং দাতা সংস্থা ৯০-এর দশকে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারণার অবতারণা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন সুশাসন । তাদের মতে সুশাসন হবে একটি কাঙ্খিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন । বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে সুশাসনের সমস্যা । এ সুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, সরকারী কাজের দক্ষতা, স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, মানবাধিকারের সংরক্ষণ,

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন । ইত্যাদি সমস্যা সুষ্ঠু সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । সুপরিচালন কথাটি শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সীমিত নয় । এটি ব্যক্তিক ও সামষ্ঠিক জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ।

সুশাসনের সংজ্ঞা ঃ Sir Kenneth Stowe (Sir Kenneth Stowe was a senior British civil servant. He was principal private secretary to the Prime minister (1975-79) সুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশকসমূহকে ইঙ্গিত করেছেন। 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং একটি অবাধ নির্বাচিত আইন সভা।'

The Encyclopedia Britannica অনুযায়ী The terms " Governance and Good Governance are increasingly being used in development literature. Governance describes the process of decision making and the process by which decision are implemented (or not implemented). Here by, Public institutions conduct public affairs, manage public resources and guarantee the realization of human rights. Good Governance accomplishes this in a manner essentially free of abuse and corruption and with due regard for the rule of law".

The World bank defines "Good Governance as the exercise of political authority and the use if institutional resources to manage to society's problems and affairs".

সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ ঃ

১। আইনের শাসন
২। মত প্রকাশের স্বাধিনতা
৩। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা
৪। বিচার বিভাগের স্বাধিনতা ও জবাবদিহিতা
৫। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা
৬। প্রশাসনিক সংস্কার
৭। ধর্মীয় ও নৈতিক স্বাধিনতা
৮। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা
৯। রাজনৈতিক সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা
১০। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার
১১। দুর্নীতি নির্মূল
১২। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান
১৩। স্বাধিন গণ মাধ্যম
১৪। রাজনৈতিক সদিচ্ছা
১৫। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ
১৬। সরকারী নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করা
১৭। ব্যবসায়ী রাজনৈতিকদের আঁতাত পরিহার করা
১৮। ব্যক্তি স্বত্তার অধিকার সংরক্ষণে সংবিধান এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা
১৯। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ
২০। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে সার্বিক সমাজের উন্নয়ন
২১। একটি স্বাধীন নির্বাচিত আইন সভার কাছে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে নেতৃত্ব ও সুশাসন

প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সকল শিশুকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাবল্যকে রোধ করা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। এ অবস্থায় জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত না করার কোন বিকল্প নেই। যে সকল কর্মকর্তাগণ স্কুলে সুব্যবস্থাপনা / সুপরিচালনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁদেরকে কমিটমেন্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। আর যাঁরা প্রশিক্ষণ উইং-এ কর্মরত রয়েছেন তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হলো শিক্ষকতার পেশাকে নিছক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা না করে সেটাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করা। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে সুশাসন/সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করতে হবে ।

১। প্রচুর পড়াশুনা ও জ্ঞান অনুশীলন করতে হবে ।
২। নিরপেক্ষ, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে ।
৩। সকল শিক্ষককে সমান ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে ।
৪। তিনি নিজে তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে যে ধরণের ব্যবহার, আচরণ আশা করেন সে রকম ব্যবহার, আচরণ প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে করতে হবে ।
৫। অধঃস্তনের কোন ভুলের জন্য ক্ষুব্ধ ও ধৈর্যহীন হওয়া যাবে না ।
৬। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ক্ষমতার দম্ভের পরিবর্তে ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও বিনয়ের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে ।
৭। খুব সদয় কিংবা খুব নির্দয়ের পরিবর্তে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে ।
৮। নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে, কারো প্রতি বিশেষ দূর্বলতা ও আনুকল্য প্রদর্শন করা যাবে না ।
৯। মহিলা প্রশিক্ষনার্থীদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ।
১০। চোখের আড়ালে অনুষ্ঠিত ভুল ত্রুটিগুলো অনুসন্ধান না করাই উত্তম ।
১১। কান কথা পরিহার করে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষনতার সাথে সবকিছু বিবেচনা করতে হবে ।
১২। তোষামোদকারী ও মোসাহেবদের নিকট থেকে দুরে থাকতে হবে ।
১৩। শাসন ও ক্ষমা উভয়ই যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করতে হবে ।
১৪। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে ।
১৫। আত্ব প্রশংসা ও আত্ব গৌরবকে এড়িয়ে চলতে হবে ।
১৬। সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে ।
১৭। ভালো ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও অতীতের সুপারগণের কর্মকান্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ।
১৮। প্রয়োজনে সিংহের মতো বলবান এবং শৃগালের মতো বুদ্ধির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসনের ধারণা বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের জালে আবদ্ধ । তথাপিও বাস্তবতা হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর বাংলাদেশ প্রশাসন নির্ভরশীল । বাংলাদেশের সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, স্বাধীন এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে ।

(ধন্যবাদ)